দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 07 MAY 2018
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ধার নেয়া কক্ষে দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর পাঠদান

■ মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) সংবাদদাতা

মঠবাড়িয়ার টিকিকটা ইউনিয়নের ১৩৮ নম্বর কুমিরমারা বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুলভবনটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়ায় চার বছর ধরে পরিত্যক্ত। এ ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলভবনে পাঠদান সম্ভব হচ্ছে না। তাই পার্শ্ববর্তী একটি মাধ্যমিক স্কুলের ধার করা টিনশেডের একটি কক্ষে গাদাগাদি করে চলছে ৫টি শ্রেণির পাঠদান। প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হলেও স্কুলভবন ছাড়াই ২৫০ শিক্ষার্থীর এভাবেই পাঠদান চলে আসছে।

১৯৭২ সালে স্থানীয় কিছু শিক্ষানুরাগী মিলে কুমিরমারা বন্দর প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করে। পরে স্কুলটি রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হলে ১৯৯৪ সালে চার কক্ষের একটি পাকা স্কুলভবন নির্মাণ করা হয়। এরপর দীর্ঘদিনেও আর সংস্কার হয়নি। স্কুলভবনটির পলেস্তারা খসে রড বেরিয়ে গেছে। পিলার ও দেয়ালজুড়ে ফাটল দেখা দেয়ায় সেখানে পাঠদান অতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। ২০১২ সালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্কুলভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। এরপর সেখানে পাঠদান আর সম্ভব হয় না। এমন সংকটে পার্শ্ববর্তী আবু জাফর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্কুলের পুরোনো একটি টিনশেড কক্ষ প্রাথমিক স্কুলের পাঠদানের জন্য সহায়তা দেয়। সেই থেকে ধার করা এক কক্ষেই চলছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি। তবে চলতি মাসের পর মাধ্যমিক স্কুলের ধার দেয়া কক্ষটি ছেড়ে দিতে হবে। তাদের নিজেদেরই শ্রেণিকক্ষের এখন সংকট দেখা দিয়েছে। এমন অবস্থায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ২৫০ শিক্ষার্থীর পাঠদান অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. মিরাজ হোসেন বলেন, চলতি মাসে মাধ্যমিক স্কুলের কক্ষটি ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেছেন। এখন ২৫০ শিক্ষার্থী নিয়ে খোলা মাঠে নামতে হবে। বিদ্যালয়ের দুরবস্থার বিষয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কয়েকদফা অবহিত করা হয়েছে। কোনো প্রতিকার মিলছে না। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রুহুল আমীন বলেন, বরাদ্দ পেলেই স্কুল অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে।